বাঘপত জেলে গুলি করে হত্যা ডন মুন্না বজরঙ্গীকে

বাঘপত, ৯ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের বাঘপত জেলের মধ্যে গুলি করে মারা হয়েছে অপরাধ জগতের ডন হিসেবে পরিচিত মুন্না বজরঙ্গীকে। সোমবার সকালে জেলের মধ্যেই আর এক বন্দি ও দাগী অপরাধী সুনীল রাঠি তাকে গুলি করে মারে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারামারি হয় বলেও জানা গেছে। উত্তর প্রদেশের এডিজি (কারা) জানিয়েছেন, মুন্না বজরঙ্গী উত্তর প্রদেশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ক্রিমিনাল হিসেবে পরিচিত ছিল। রাঠিও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের ডন। তবে মুন্না বজরঙ্গীর তুলনায় ডন হিসেবে তার তেমন পরিচয় নেই। বজরঙ্গী প্রথমে ঝাঁসির জেলে ছিল। পরে তাঁকে বাঘপত জেলে আনা হয়। অন্যদিকে রুরকি জেল থেকে বদলি করে রাঠিকে বাঘপতে আনা হয়। কারণ রুরকি জেলেও রাঠিকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে সে কারা কর্তৃপক্ষকে জানায়।এই রুরকি রাঠির হোমটাউন বলে পরিচিত। বাঘপত জেলে আসার পর মুন্না বজরঙ্গী এবং সুনীল রাঠিকে একই ব্যারাকে রাখা হয়। কারণ সুনীল মুন্নার তুলনায় অনেকটাই অখ্যাত ছিল। শুধু অখ্যাত নয়, মুন্না বজরঙ্গীর মতো সে ভয়ঙ্করও ছিল না। সেই রাঠির হাতেই মুন্নার মৃত্যুতে তাই হতচকিত কারা কর্তারা। সুনীল রাঠি সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মুন্নাকে গুলি করে হত্যা করে। কী করে জেলের মধ্যে সে রিভলবার পেল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জম্মু-কাশ্মীরের জন্য মুসলিম নয়, হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী চাই, নয়া ফরমান স্বামীর

নয়াদিল্লি/শ্রীনগর/মুম্বই, ৯ জুলাই : জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুধু মুসলিমদেরই নিয়োগ করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তাঁর দাবি, শুধু মুসলিমদেরই উপত্যকার মুখ্যমন্ত্রী করার যে ট্র্যাডিশন সমানে চলে আসছে, তা বরদাস্ত করা হবে না। নিয়োগ করতে হবে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য সেই নেহরু-গান্ধি পরিবারের দিকেই তাক করেছেন স্বামী। সোমবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জম্মু-কাশ্মীরে শুধু মুসলিমদেরই মুখ্যমন্ত্রী করার যে ট্র্যাডিশন চালু করেছিলেন, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এই বিজেপি সাংসদ।

সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্যই পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর পছন্দমতো কাউকে না কাউকে আক্রমণের জন্য বেছে নেন। একসময়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকেও তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধমক খেয়ে নাকি জেটলিকে আক্রমণ করা বন্ধ হয়। মাঝখানে বেশ কিছুদিন স্বামীর কোনও মন্তব্য শোনা যায়নি। এক অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মতে, ফের ভেসে উঠেছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী আর ভেসে উঠেই আক্রমণ শুরু করেছেন তাঁর অপছন্দের লোকেদের।

স্বামী সোমবার বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য অবশ্যই হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী পাঠানো উচিত। নেহরু যে ট্র্যাডিশন তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ জম্মু-কাশ্মীরে শুধু মুসলিমদেরই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে, তা কোনওমতেই মেনে নেওয়া উচিত নয়। এবার থেকে এর বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত বিজেপির। স্বামী আরও বলেছেন, হিন্দুত্বই ক্ষমতায় ফিরতে সাহায্য করবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। আর্থিক উন্নতি কিছু পরিবর্তন করতে পারে মাত্র, কিন্তু ভোটের বাক্স ভরাতে পারে না। এর উজ্জ্বল প্রমাণ অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রচার। বাজপেয়ী তাঁর জমানার শেষে 'ইন্ডিয়া সাইনিং' তাঁর সরকারের প্রচারের মতো বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সেই নির্বাচনে ব্যর্থ হয় বিজেপি সরকার। ২০১৪'র নির্বাচনে বিজেপি ফের হিন্দুত্বে ফিরে আসে। হিন্দুত্ব এবং দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনে আস্থা রেখেই ২০১৪ সালে বিপুল আসনে দল জয়লাভ করে বলেও দাবি করেছেন এই বিজেপি সাংসদ।

মুম্বইতে বিরাট হিন্দুস্থান সঙ্গম নামে সংস্থা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ওই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্ডিয়াস গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ'। বিরাট হিন্দুস্তান সঙ্গমের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়েই স্বামী বিজেপির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারও করেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলি পূর্ণ করতে হলে তাদের আরও পাঁচ বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ সব প্রতিশ্রুতি সরকার পূর্ণ করতে পেরেছে একথা কখনওই বলা যাবে না। কিন্তু এই সরকারকে সম্মান জানিয়ে বলা উচিত সব প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে আরও পাঁচ বছর সময় দরকার।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতির পিডিপি'র সঙ্গে বিজেপির গাঁটছড়া জুন মাসেই শেষ হয়ে গেছে। বিজেপি পিডিপি সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার পরই সরকারের পতন ঘটে। জম্মু-কাশ্মীরে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। ২০০৮ সাল থেকে ধরলে এ নিয়ে চতুর্থবার ওই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল। আর ১৯৭৭ সাল থেকে ধরলে এ নিয়ে আটবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল।

তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, জোট ভেঙে গেলে বিক্ষুব্ধ পিডিপি বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে বিজেপি। তাঁরা বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যে সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। এই পরিসরে রাজনৈতিক মহলের একাংশ স্বামীর মন্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের মতে, সম্ভবত কোনও হিন্দু নেতাকে সামনে রেখেই এবার ওই রাজ্যে দল মন্ত্রিসভা গড়তে পারে।

এলাহাবাদের 'প্রয়াগ' নাম চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি সিদ্ধার্থ নাথের

লখনউ, ৯ জুলাই : এলাহাবাদের 'প্রয়াগ' নাম চেয়ে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল রাম নায়িককে চিঠি দিলেন বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং। সিদ্ধার্থ নাথ যোগী মন্ত্রিসভারও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। চিঠিতে সিং মনে করিয়ে দিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের গভর্নর রাম নায়িক যখন মহারাষ্ট্রের সাংসদ ছিলেন, সে সময় তিনি বম্বের নাম পরিবর্তন করে মুম্বই রাখায় সাহায্য করেছিলেন। এখনও তিনি এলাহাবাদের নাম পরিবর্তনে সাহায্য করবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন সিদ্ধার্থ নাথ।

প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ আমলে দেওয়া বিভিন্ন শহরের নামই পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, বম্বে থেকে মুম্বই হয়েছে, মাদ্রাজ থেকে হয়েছে চেন্নাই। এরপরও ব্যাঙ্গালোর হয়েছে বেঙ্গালুরু, পণ্ডিচেরি হয়েছে পুদুচেরি, মাইশোর হয়েছে মাইসুরু। আবার বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তাদের নেতাদের নামে ও ধর্মস্থানের নামে বিভিন্ন জায়গার নাম পরিবর্তনের জন্য দাবি জানাতে শুরু করেছে। যেমন গুরগাঁওয়ের নাম ইতিমধ্যেই পরিবর্তন করে গুরুগ্রাম করা হয়েছে। আরও বেশকিছু জায়গার নাম পরিবর্তনের তালিকায় রয়েছে। এবার সেই তালিকাতেই সংগৃহীত হল এলাহাবাদও।এলাহাবাদ ও প্রয়াগ প্রায় সমার্থক। কারণ কুম্ভমেলা হয় এই প্রয়াগেই। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলনস্থলই প্রয়াগ নামে পরিচিত।

বিজেপি নেতার দাবি, এলাহাবাদ বেনারসের পর দেশের সবচেয়ে পুরনো প্রাণবন্ত শহর। ২০১১'র জনগণনা অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশে সপ্তম ঘন বসতিপূর্ণ শহরও এলাহাবাদ। একসময় এলাহাবাদের নাম ছিল প্রয়াগ বলেও দাবি করেছেন সিদ্ধার্থ নাথ। এই প্রয়াগ নামটি এসেছে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিন নদীর মিলনস্থল থেকে। হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে এলাহাবাদ শহর ও প্রয়াগে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বন্ধন। কারণ এলাহাবাদ শহরের প্রয়াগেই ১২ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণ কুম্ভ ও ৬ বছর পর পর অর্ধকুম্ভ মেলা। এলাহাবাদ শহরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম গন্তব্যস্থল আনন্দ ভবন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহরু'র পিতা মতিলাল নেহরু এই আনন্দ ভবন তৈরি করেছিলেন। একসময় এই বাড়িটি ছিল নেহরু পরিবারের বাসভবন। পরে সেটি হয়ে ওঠে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদর দফতর। ১৯৭০ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তাঁদের এই বাড়িটি কেন্দ্রীয় সরকারকে দান করেন। এই বাড়িতে বর্তমানে রয়েছে অসাধারণ মিউজিয়াম।

আরও নানা কারণেও এলাহাবাদ ও প্রয়াগ স্বমহিমায় বিরাজিত। সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধার্থ নাথ এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াগ করতে চান। দেশের প্রয়াত আর এক প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দৌহিত্র সিদ্ধার্থ নাথ উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। কাজেই তাঁর দাবিও নিতান্ত হেলাফেলার নয়। রাজ্যপাল রাম নায়িককে পাঠানো চিঠিতে সিদ্ধার্থ নাথ যেভাবে বম্বে শহরের নাম পরিবর্তনে তিনি সাহায্য করেছিলেন, সেই একইভাবে এলাহাবাদের নাম পরিবর্তনেও সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

তবে সমাজবাদী দল ও মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি এবং কংগ্রেস এই দাবির সঙ্গে একমত নয়। তাদের মতে, এলাহাবাদ শুধু হিন্দুদের শহর নয়। সেখানে অন্য ধর্মের মানুষও থাকেন। কাজেই এলাহাবাদের নাম এখনই পরিবর্তন করে প্রয়াগ করা কখনওই উচিত নয়। নাম পরিবর্তন করতে হলে সকলের মতামতই নেওয়া উচিত বলেও দাবি করেছে সপা ও বসপা। এখন দেখার, রাজ্যপাল রাম নায়িক কী সিদ্ধান্ত নেন।

বিহারেই বিজেপির সঙ্গে জনতা দল (সংযুক্ত)'র জোটের পক্ষে নীতীশ

পাটনা/নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : জনতা দল (সংযুক্ত) দু'দিনের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের পর জানিয়ে দেওয়া হল, শুধুমাত্র বিহারেই বিজেপির সঙ্গে দলের জোট থাকবে। প্রসঙ্গত, এর আগে জনতা দলের (সংযুক্ত)'র সঙ্গে বিহারেও বিজেপির জোট ভাঙতে চলেছে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। সম্ভবত সেই ধারণা ভাঙতেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এদিন ব্যাখ্যা করে বলেন, বিহারে দুই দল একসঙ্গে কাজ করবে।

সোমবার জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক শেষে দিল্লিতে দলের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিহারেই জেডিইউ এবং বিজেপি একসঙ্গে কাজ করবে। বিহারের বাইরে কী হবে, তা নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। অর্থাৎ জাতীয় স্তরে জোটের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে পরোক্ষে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকরা বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে 'মহাগঠবন্ধন'-এ নীতীশের দল যোগ দেবে কি না জানতে চাইলে কিছুটা ধোঁয়াশা রেখেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত জোট করবেন কি না, তা নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এছাড়া ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২০'র বিহার বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও তেমনভাবে আলোচনা হয়নি জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, জনতা দল (সংযুক্ত) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে তারা বিহারের ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাকি আসনগুলি দেওয়া হবে বিজেপি এবং এনডিএ'র অন্য শরিকদের। বিজেপি বা অন্য কোনও শরিক অবশ্য এ নিয়ে মুখ খোলেনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, নীতীশ চেয়েছিলেন বিহারে আগামী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের শরিক হতে। দলের নেতা লালুপ্রসাদ যাদব নাকি রাজিও ছিলেন। কিন্তু বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী আরজেডি নেতা লালুপুত্র তেজস্বী নীতীশকে জোটে ফিরিয়ে আনতে প্রবল বাধা দেন। কীভাবে মন্ত্রিসভা ভেঙে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সেকথা বার বার বলেন তেজস্বী।

একাধিক অনুষ্ঠানে তেজস্বী জানান, 'মহাগঠবন্ধন'-এর দরজা নীতীশের জন্য বন্ধ। কারণ 'মহাগঠবন্ধন'-এর সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বিহারের মানুষের সঙ্গে। হাত মিলিয়েছেন বিজেপির সঙ্গে। নীতীশ কুমারের ওপর কোনওরকম ভরসা রাখা যায় না বলেও দাবি করেন তেজস্বী। এরপর দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে বিহারে বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে চলার কথাই জানান নীতীশ কুমার। তিনি আরজেডির কাছে 'মহাগঠবন্ধন'-এ যোগ দেওয়ার কথা বলেননি বলেও দাবি করেন।

বিহারে স্কুল হস্টেলে ৬ বছরের ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু

পাটনা, ৯ জুলাই : পাটনার একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলে ৬ বছরের এক ছাত্রীর সোমবার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিক্ষোভ শুরু হয়। স্কুলের এক শিক্ষক এবং হস্টেলের এক ওয়ার্ডেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে বলে দাবি জানিয়েছে পুলিশ। পাটনা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ফাতুহায় শেফালি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের লোয়ার কেজির ছাত্র ছিল অভিমণ্যু কুমার। ওই স্কুলের হস্টেলে থাকত সে। সোমবার সকালে হস্টেলে অভিমণ্যু কুমারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। অভিমণ্যুর পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষই শিশুটিকে হত্যা করেছে। মৃত শিশুটির বাবা-মা'র দাবি, তার সারা শরীরে একাধিক গভীর ক্ষতের দাগ রয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ এবং স্কুলের আবাসিকরা রাস্তা অবরোধ করেন। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় টায়ারে। তারা চিৎকার করে স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। অভিমণ্যুর মৃত্যুর জন্য যাঁরা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ স্কুলের এক শিক্ষক এবং হস্টেলের এক ওয়ার্ডেনকে জেরার জন্য আটক করে।

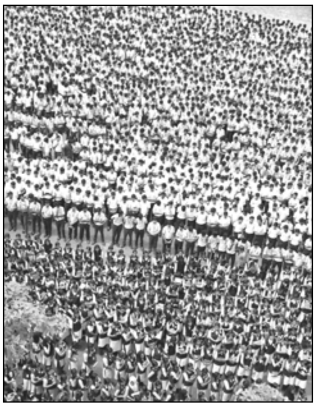

তিরুবনন্তপুরমের পট্টম শহরে সেন্ট মেরি স্কুলে সোমবার ১৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক ঘণ্টা ধরে এক অনুপম কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

ধর্ষণের অভিযোগ ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাইপোর বিরুদ্ধে

রাঁচি, ৯ জুলাই : ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাইপোর বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। এক মহিলা ওই অভিযোগ করেছেন। আড়াই বছরের শিশুর মা এই মহিলার দাবি, ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাইপোর সহপাঠী ছিলেন ওই মহিলা। তাঁর আরও অভিযোগ, ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রামসেবক পাইকরা'র ভাইপো সামোদ পাইকরা সহপাঠী হওয়ার সুবাদে ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ হন। তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণও করেন। সামোদ তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। মহিলা তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, তিনি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ার পর সামোদ তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাইপোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের পর তাঁর তরফে শিশুটির ডিএনএ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। মহিলার অভিযোগ, সামোদ শিশুটিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য গর্ভপাত করার পরামর্শও দিয়েছিল। পুলিশ সুপার জে জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ঘটনাটি তাদের জানানো হয়েছে। তদন্তও শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত এখনও গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মহিলার দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাব খাটিয়ে নিজের ভাইপোকে গ্রেফতার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছেন।

কংগ্রেস ৭০ বছর ধরে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে বলেই নরেন্দ্র মোদীর মতো চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন : খারগে

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির মধ্যে প্রায় নিয়মিতই তরজা চলছে। কখনও রাহুল তো কখনও মোদী দল এবং ব্যক্তিকেও আক্রমণ করছেন। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি মন্তব্য করেন। রবিবার তার জবাব দিতে গিয়ে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মল্লিকার্জুন খারগে দাবি করেন, এই দল ৭০ বছর ধরে দেশে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল বলেই নরেন্দ্র মোদীর মতো এক চাওয়ালার পক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জরুরি অবস্থার ৪৩ বছর উপলক্ষে সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী ইন্দিরা গান্ধিকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন খারগে।

কংগ্রেস নেতার দাবি, মোদী যখন ৪৩ বছর আগে জারি করা জরুরি অবস্থার কথা বলেন, তখন তাঁর মনে থাকে না, দেশে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। ২০১৪ সালে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ ক্ষমতায় আসার পরই এই অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। মোদী ৪৩ বছর আগের জরুরি অবস্থা নিয়ে সমালোচনা করছেন। কিন্তু গত চার বছর ধরে দেশে যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে, সে সম্পর্কে তিনি কী বলবেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন খারগে।

মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা এদিন প্রধানমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট ক্ষমতায় আসার পর কৃষকরা রাজ্যে রাজ্যে আত্মঘাতী হচ্ছেন, সরকারের কৃষি প্রকল্পগুলি ব্যর্থ হচ্ছে, কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে না। ব্যবসা বাণিজ্যের গতিও মন্থর হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জারি করা জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসকে সম্প্রতি তীব্র আক্রমণ করেছেন। শুধু কংগ্রেসকে নয়, গান্ধি পরিবারকেও লক্ষ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শুধুমাত্র একটি পরিবারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। ক্ষমতায় থাকার লোভ এতটাই ছিল যে, গণতন্ত্রকেও বলি দেওয়া হয়। সর্বজনপূজ্য যেসব রাজনৈতিক নেতা তাঁদের গরাদের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এ সবই করা হয় একটিমাত্র পরিবার অর্থাৎ গান্ধি পরিবারের দিকে লক্ষ্য রেখে।

৪৩ বছর আগে জারি করা জরুরি অবস্থা নিয়ে বিজেপি হঠাৎ করে প্রচার শুরু করেছে। গত চার বছর ক্ষমতায় থাকলেও জরুরি অবস্থা নিয়ে তাদের এত সরব হতে দেখা যায়নি। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে বিজেপির ছোট-বড় সব নেতাই জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসকে বিঁধছেন। জরুরি অবস্থাকে মনে করিয়ে দিতে বিজেপি এবার ওই দিনটি কালা দিবস হিসেবে পালন করেছে। মোদী অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস সবসময়ই দেশের মানুষকে সংকটে পড়ার ভয় দেখায়। আসলে গান্ধি পরিবার যখনই ক্ষমতা হারানোর কথা বুঝতে পারে, তখনই তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, দেশ সংকটে পড়েছে। মোদী আরও বলেছেন, কংগ্রেস শতাব্দী প্রাচীন দল বলে গর্ব করে অথচ এই দলের মধ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। গণতন্ত্রের কোনও আদর্শ তাঁরা অনুসরণ করেন না।

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জবাবেই সোমবার কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মল্লিকার্জুন খারগে একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে। এমনকি যে চাওয়ালা ছিলেন বলে মোদী ও বিজেপির লোকেরা গর্ব করেন, সেই পেশাকে আক্রমণ করে খারগে দাবি করেছেন, কংগ্রেসে গণতন্ত্র নেই বলে তিনি চেঁচান, কিন্তু ৭০ বছর ধরে এই দলই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে। কংগ্রেস গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল বলেই বিজেপি এভাবে মুখ খুলতে পারছেন বলেও দাবি করেন খারগে।

মোটরম্যান চন্দ্রশেখরকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা রেলমন্ত্রীর

মুম্বই/নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : মোটরম্যান চন্দ্রশেখর সাওয়ান্তকে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কারদানের কথা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মোটরম্যানকে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি রেল দুর্ঘটনায় আহত ৫ জনের চিকিৎসার খরচ রেল বহন করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। রেলমন্ত্রী সেদিনের ঘটনার তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

মুম্বইয়ে এখন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। টানা বৃষ্টির জেরে কার্যত বিপর্যস্ত বাণিজ্যনগরী মুম্বই। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন রাস্তা। গত সপ্তাহে প্রায় একই ঘটনার সাক্ষী মুম্বইবাসী। কিন্তু আরও একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে যায় গত সপ্তাহে। মুম্বইয়ের আন্ধেরি স্টেশনের কাছে রেল ওভারব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়ে। সে সময় নিচের লাইন দিয়ে একটি ট্রেন আসছিল। ওভারব্রিজটি ভেঙে পড়ার সময় রেলের ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়। আর তা লক্ষ্য করেই ঠিক সময়ে ট্রেন থামান চালক।

চালক চন্দ্রশেখর সাওয়ান্তের তৎপরতায় ওইদিন ভেঙে পড়া ব্রিজের একটু আগেই ট্রেনটি থেমে যায়। ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পুরো ওয়েস্টার্ন লোকাল শাখার রেল পরিষেবা। দমকল এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজে নামে। এই দুর্ঘটনায় ৫ জন আহত হন বলে জানা যায়। আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সোমবার রেলমন্ত্রী বলেছেন, ব্রিজ ভেঙে পড়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক

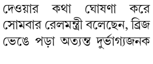

ঘটনা। এজন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে রেলের নিরাপত্তা কমিশনারকে। সোমবার সকাল থেকেই মুম্বইতে ফের প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। অবিরাম বর্ষণের ফলে পরিবহণ ও ট্রেন পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় জল জমেছে বলেও জানা গেছে। রাজ্য সরকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার পর শহরের সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করেছে। সেন্ট্রাল এবং উপকূলবর্তী লাইনগুলিতে প্রতিটি ট্রেন চলাচল করছে ১০-১৫ মিনিট দেরিতে। ভাসাইয়ে জল জমে যাওয়ায় মিথাগড় অঞ্চলের ৪০০ মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়েছেন।

এদিকে আবহাওয়া দফতর মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এদিকে মুম্বই পুলিশ শহরের বাসিন্দাদের সমুদ্রে কোনওরকম অভিযানে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কেউ যদি সমুদ্রতীরের কাছাকাছি যান, তবে তাঁকে অবশ্যই বিচে লাইফগার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও বলা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে তাঁর যোগাযোগ নম্বরও।

মুম্বই সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গাতে সোমবার ভারী বৃষ্টি হয়েছে। তবে বৃষ্টির কারণে যানজট হলেও রেল পরিষেবা বিশেষ ব্যাহত হয়নি। সামান্য দেরি হয়েছে মাত্র। মুম্বই শহরতলিতে টানা বৃষ্টি চলছে। নিরাপত্তার কারণে দূরপাল্লার বহু ট্রেনকে ভাসাই রোড স্টেশনে থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি

জিএন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (জেডইইএল) গ্রাহকদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে যে নিম্নলিখিত চ্যানেলগুলির পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে : জিটিভি , জি ইটিসি , অ্যান্ড টিভি, জি কাফে, জি মারাঠি, জি বাংলা, জি সালাম, জি কান্নাড়া, জি তেলুগু, সার্থক টিভি, জি কলিঙ্গ, লিভিং ফুডজ, জি সিনেমা, অ্যান্ড ফ্লিক্স, জি টকিজ, জি ক্লাসিক, জি অ্যাকশন, জি বাংলা সিনেমা, অ্যান্ড পিকচার্স, জিং, জি পাঞ্জাব হরিয়ানা হিমাচল, জি বিজনেস, ২৪ ঘণ্টা, জি ২৪ তাস, জি মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়, জি রাজস্থান নিউজ, ডব্লুআইওএন, জি যুবা, জি সিনেমালু, জি আনমোল, জি তামিল, জি হিন্দুস্তান, জি বিহার ঝাড়খণ্ড, জি ২৪ কালাক, জি নিউজ, জি আনমোল সিনেমা, জিটিভি এইচডি, জি সিনেমা এইচডি, অ্যান্ড ফ্লিক্স এইচডি, অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি, অ্যান্ড টিভি এইচডি, জি কাফে এইচডি, অ্যান্ড প্রাইভ এইচডি এবং লিভিং ফুডজ এইচ ডি (এখানে জি গ্রুপ চ্যানেল বলে উল্লেখিত)।

জি গ্রুপ চ্যানেলের পরিষেবা আজ থেকে তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে :—

(১) চুক্তি অনুসারে অনুদান জমা না দেওয়ার কারণে (২) বকেয়া প্রদান না করার কারণে (৩) নিরীক্ষণ পত্র কার্যকরী না করার কারণে চ্যানেলগুলির পরিষেবা বন্ধ থাকবে নিম্নলিখিত নেটওয়ার্কের :

কেব্‌ল অপারেটরদের নাম	ঠিকানা	চ্যানেলের পরিষেবা বিঘ্নিত হবে	পরিষেবিত এলাকা
ইন্ডাসইন্ড মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (এইচআইটিএস ডিভিশন)	সি-৩৪ পঞ্চম তল, সেক্টর-৬২, নয়ডা, গৌতম বুদ্ধ নগর, উত্তরপ্রদেশ-২০১৩০১	জি গ্রুপ চ্যানেলস	DAS-এর ফেজ-৩ এবং ফেজ-৪ ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের চিহ্নিত এলাকা

ZEE
Extraordinary Together

জনস্বার্থে প্রচার করছে :
জিএন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
এসেল হাউজ,বি-১০, লরেন্স রোড,
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, দিল্লি-১১০০৩৫